মামার গল্প

মনজিলুর রহমান

আজ অক্টোবর ২৮ । দীর্ঘ দিন অনির্ধারিত বন্ধের পর প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসগুলো । অপ্রতাশিত এই ছুটীর মাঝেই কেটে গেল ঈদ, রোজা পূজা । সময়টা বেশ ভালই কেটেছে সবার । গত ২০ আগষ্ট বিকেলে ঢাকা ভার্সিটির খেলার মাঠে আর্মি মিলিটারীদের সাথে ছাত্রদের কলহের জের ধরে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে । পরে ২১ ও ২২ আগষ্ট এ বিক্ষোভ ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে সারা দেশে ভাঙচুর-সহিংসতার রূপ নিলে বর্তমান তদারকী সরকার দেশের ২৬টি পাবলিক ইউনিভার্সিটিসহ বিভাগীয় শহরের সব শিক্ষা প্রতিস্ঠান বন্ধ করে দেয় । প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা ভার্সিটির টিএসসি , মধুর ক্যান্টিন, মল চত্ত্বর লাইব্রেরী চত্ত্বর , হাকিম

চত্ত্বর, ডাকসু ভবনসহ সবগুলো স্পট শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে আবার ।

ইউনিভার্সিটি খোলার পরেই স্থগিত পরীক্ষাগুলো শীঘ্রই হতে পারে জেনে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর দিকে যাচ্ছিল গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী নীপা ইয়াসমিন নিপু এ সময়ে ডাকসু সংগ্রহশালার বেদীতে বসে সহপাঠিদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল একই বিভাগের ছাত্র সাকিব । নিপুকে লাইব্রেরীর দিকে যেতে দেখে সাকিব ডাক দেয় তাকে,

নিপু --- এই নিপু ? ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

ফিরে তাকায় নিপু। সাকিব ? তুমি এখানে ! আর আমি সারা ক্যাম্পাস খুঁজে ফিরেছি ? লাইব্রেরীতে যাচ্ছি । তুমি যাবে আমার সাথে ?

দাঁড়াও । আমি আসছি

সাকিব আড্ডার আসরের সকলকে বলল, দোস্ত , তোরা কিছু মনে করিসনে । আমাকে একটু উঠতে হয় । সে কল করেছে । বুঝিস তো অনেকদিন দেখা হয় না ।

যা, যা ঠিক আছে একজন বলে উঠল। ভার্সিটি যখন খুলেছে পরে দেখা হবে । তোর ডার্লিংকে আমাদের পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাস , কেমন ।

ওকে , বলে এক দৌড়ে সাকিব নিপুর কাছে।

আর নিপু তারই অপেক্ষায় দাড়িয়ে ততক্ষণ ।

লাল টুকটুকে শালওয়ার কামিজের উপর রূপালী কাজ করা পোশাকে দারুণ লাগছে নিপুকে । লাল ড্রেসের পর রূপালী কাজের উপর সূর্য রশ্মি যেন ছিটকে ছিটকে পড়ছে চারিদিকে । মনে হচ্ছে স্বর্গের উর্বশী বুঝি মর্ত্যে নেমে এলো । একজন তো বলেই ফেলল মালখানা যা , সাকিব সত্যিই একটা চীজ ধরেছে । ছেলেটার পছন্দ আছে ।

সাকিব কাছে গেলে আপাদামস্তক দর্শন করে নিপু বলে উঠল বাঃ , আই লাভ নিউইর্য়ক ।

সাকিব ঃ না, না, আই লাভ নিউইর্য়ক নয় ।

নিপু ঃ তবে ?

সাকিব ঃ আই লাভ নীপা ইয়াসমিন । এই দেখ বলে টিশার্টের উপর আঙ্গুল দিয়ে আই লাভ এন ওয়াই এর অর্থ নিউইর্য়ক নয় , নীপা ইয়াসমিন । বুঝলে বেবী বুঝলে , বলে হো হো করে হেসে উঠল সাকিব ।

নিপু ঃ আই লাভ নীপা ইয়াসমিন না ছাই । আমি ভার্সিটিতে এসে ক্যাম্পাসময় খুঁজে ফিরেছি তোমায় আর তুমি এখানে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছ ।

আমি ? আমি কি তোমায় খুজিনি । গরু খোঁজা খুঁজেছি । অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ওদের সাথে বসে পড়েছি ।

হয়েছে , হয়েছে । চল, এখন লাইব্রেরীতে যাই । আমার একটা বই নিতে হবে । ক্লাশ শুরু হলেই ক'দিন পর পরীক্ষা । আমার তো তোমার মত মামু খালু লন্ডন- আমেরিকা থাকে না যে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঁঙে ভেঁঙে খাব । পড়ালেখা করে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে আমাদের ।

আসলে টিশার্টটি তোমাকে দারুণ মানিয়েছে। আমেরিকা থেকে তোমার মামা পাঠিয়েছে বুঝি ?

না, না মামা পাঠায়নি নিয়ে এসেছে । তোমাকে বলা হয়নি ছোট মামা বিগত পাঁচ বছর পর এই ঈদে বাড়ি এসেছে , বলবইবা কখন । ভার্সিটিতো এ সময়ে বন্ধ ছিল ।

তাই নাকি ?

গল্প করতে করতে সাকিব ও নিপু লাইব্রেরীতে ঢুকে পড়ল । লাইব্রেরী কার্ড দেখিয়ে নিপু একটা বই নিল ।

ফাঁকা একসেট চেয়ারটেবিল দেখে সাকিব বলল , চল ওখানে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ গল্প করি । এমন সময় সাকিবের পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল ।

মোবাইলের আওয়াজ পেয়ে নিপু চমকে উঠল । তোমার পকেটে মোবাইল , কবে নিলে ?

কবে আবার ? মামার কাছ থেকে আদায় করলাম । দাঁড়াও মোবাইলটা রিসিভ করে নেই ।

মোবাইলে সাকিব শুধু আঃ উ আঃ ঠিক আছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে গেল । শেষে আমি বিজি পরে তোকে কল ব্যাক

করছি কেমন বলে টেলিফোন কেটে দিল ।

নিপু জিজ্ঞেস করল কে ?

আমার ছোট বোন লিপি । মামা বাড়ি কোন মেহমান এসেছে তা নিয়ে বিরাট হৈ হুল্লা তাদের উপলক্ষ্যে পুকুর থেকে অনেক মাছ ধরেছে তার মধ্যে একটা নাকি ছিল সে বিরাট বড় । কামু ভাই, কামরুল । বড় মামার ছেলে । সে মাছের ছবি তুলেছে । এই সব গপ্প । ছোট মামা তো এখনও বিয়ে করেনি নানী বড়মামা তার জন্য মেয়ে দেখছে এবার আমেরিকা ফিরে যাবার আগে এর একটা ব্যবস্হা করতে চায় । মনে হচ্ছে এটা তারই আলামত ।

লাইব্রেরী থেকে বের হয়ে দু'জনে পাশাপাশি হেটে কলা ভবনের দিকে যাচ্ছিল অপরাজেয় বাংলার কাছে আসতেই দেখল ফুলার রোড থেকে একটা পুলিশের ভ্যান গাড়ি ভো করে চলে গেল ।

সাকিব তাদের দিকে তাকিয়ে বলল,

দেখ দেখ , পুলিশের গাড়ি ।

পুলিশের গাড়ি তাতে কি হয়েছে ? মনে হলো তুমি যেন আজ নতুন দেখলে ।

আরে না । নতুন না ।

তবে ?

গাড়িটা দেখে মামার একটা গল্প মনে পড়ে গেল ।

কি গল্প ?

মামা আমেরিকাতে একটা ফিলিং ষ্টেশনে চাকুরী করেন । সেখানে অধিকাংশ ষ্টেশন ২৪ঘন্টা খোলা থাকে । জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে আমেরিকায় তীব্র শীত পড়ে । আর শীতের সাথে সাথে বৃষ্টি এবং তুষারপাত হয়ও প্রচুর । সে দেশে আমাদের দেশের মত ছয়টি ঋতু নয় মাত্র চারটি । সামার , ফল , স্পিরিং ও উয়িংনটার । সারা বছরই কম বেশী বৃষ্টিপাত হয় বলে সেখানে বর্ষাকালের একটা আলাদা স্থান নাই । তবে শীতকালে বৃষ্টির পরিমানটাই বেশী ।

যাই হোক , গেল শীতের একটা ঘটনা ঃ মামার ডিউটি পড়েছে এক রাতে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । হাড় কাঁপানো শীতল হাওয়া সাথে টিপ টিপিয়ে বৃষ্টি । সকাল থেকে সূর্যের মুখ দেখাই যায়নি । সন্ধ্যার আগ থেকে তুষার পড়তে শুরু করেছে । রাত যত বাড়ছে তার পরিমানটা যেন বেড়েই চলছে । এক সময় রাত গভীর হলো । নিরব নিথর নিশুতি । রাস্তা - ঘাট ফঁকা কোথাও কোন গাড়ি-ঘোড়া ,যানবাহনের সাড়া শব্দ নেই । মাঝে মধ্যে দু' একটা এ্যাম্বুলেন্স হু হুয়া করে ছুটে যাচ্ছে ।এমন প্রাকৃতিক দূর্যোগে কোন কাষ্টমার আসার লক্ষণ নাই ভেবে মামা ষ্টোরের দরজা বন্ধ করে , ' ক্লোজড ফর ফিফ টিন মিনিটস ' একটা সাইন জানালায় লটকায়ে ষ্টোরের পিছনে গিয়ে টানা ঘুম । কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন জানেননা । হঠাৎ গাড়ির হেডলাইটের তির্যক আলোতে ঘুম ভেঙে যায় তার । সে দেশের দোকান -পাঠ , ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের মত কাঠ বা ইট পাটকেল দিয়ে বেড়া দেওয়া হয় না । বেড়াগুলো থাকে স্বচ্ছ কাঁচের । অতএব ,স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে তো আলো প্রবেশে বাঁধা নেই । সজাগ হয়ে তাকিয়ে দেখেন দরজার সামনে একটা পুলিশের গাড়ি । এবং গাড়ির মধ্যে একজন পুলিশ অফিসার দরজার দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে । মামা তো ভরকে গেলেন । তাড়াতাড়ি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

মে আই হেলপ্ ইউ ?

ইয়েস, আই নীড টু বাই এ সিগ্রেট ।

মামা একটু স্বস্তি ফিরে পেল তার কোমল বাণী শুনে । মামা এবার হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলেন ,

ডিড ইউ ওয়েটিং সো লং ?

নো , নো । মেবি কপল মিনিটস ।

হোয়াই ইউ ডিড নট হর্ণ ইওর কার অর নকড্ দ্যা ডোর ?

দ্যাটস ওকে । আই স দ্যা সাইন ' কোজড ফর ফিফটিন মিনিট '। আই এ্যাম হিয়ার নট ইভেন ফাইভ মিনিটস ।

মামা দরজা খুলে দিয়ে বললেন,

কাম অন ইন ।

সে ভিতরে এসে সিগারেটের মূল্য পরিশোধ করে চলে গেল । যাবার সময় বলে গেল,

থ্যাংক য়্যু ভেরিমাচ ফর ওপেন দ্যা ডোর ফর মি । *(আমায় দরজা খুলে দেওয়ার জন্য তোমায় অশেষ ধন্যবাদ ।)*

নিপু: এমন সুন্দর ব্যবহার আমেরিকার পুলিশের ।

সাকিব : তবে আর কি ? আর আমার দেশের পুলিশ হলে ? তা হলে শোনঃ

আমার বন্ধু প্রদীপ চক্রবর্তী । বলাচলে সে আমার বাল্য বন্ধু । ক্লাশ এইটে খুলনা করোনেশান হাই স্কুল থেকে শুরু করে খুলনা সিটি কলেজে আমরা ছিলাম সতীর্থ । ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে আমি ভর্তি হলেম এসে ঢাকা ইউ নিভার্সিটিতে আর সে ভর্তি হয়েছে খুলনা আযম খান বিশ্ব বিদ্যালয় কলেজে । তারও ইচ্ছা ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার কিন্তু বাবার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তা আর হয়নি । ওদের গ্রামের বাড়ি বৈঠাঘাটা । খুলনায় আমার মামা বাড়ির পাশেই ওর মামা বাড়ি । সেখানে থেকে সে পড়াশুনা করে । সেও মামা বাড়ি থাকে আর আমিও । তাই দু'জনের মধ্যে একটা ভারী মিল ।

এবারকার গন্ডগোলে ভার্সিটি যখন বন্ধ হলো আমি খুলনায় চলে গেলাম । ওদের কলেজ বন্ধ হলেও সে বৈঠাঘাটা যায়নি । বলল, আর ক'দিন বাদেই তাদের দূর্গাপূজা । পূজার সময় তো বাড়ি যেতে হবে তাই একবারেই যাবে । এ সময়ে ওদের বাড়িতে খুব আমোদ ফুর্তি হয় । সে আমাকে তাদের বাড়িতে যাবার আমন্ত্রন জানাল । আমারও সময় কাট ছিলনা সারা দিন বাড়িতে বসে বসে বোরিং । তাই রাজি হয়ে গেলাম ।

যেদিন পূজা তার পরের দিন । অনেক রাত পর্যন্ত তাসের আড্ডা চলল । ঘুমাতে যাবার কিছুক্ষণ পর টের পাচ্ছি খুব চড়া গলার ডাক :

চক্রুব্রর্তী মহাশয় , চক্রুব্রর্তী মহাশয় , ও চক্রুব্রর্তী মহাশয় ঘুমিয়ে আছেন । ওঠেন , ওঠেন তো । আমি চুপচাপ খেয়াল করলাম কে যেন প্রদীপের বাবা মাখনলাল চক্রুব্রর্তীকে ডাকছে ।

বাড়ির সামনে রাস্তার পাশে ছোট খাট একটা পান বিড়ির দোকান আছে প্রদীপের বাবার । তাদের ডাক শুনে ঘুম থেকে উঠে একটি ফ্লাস লাইট হাতে ধীরগতিতে তিনি দোকানের কাছে উপস্থিত হলেন। জোসনা রাতের ফিক ফিকে আলোতে দেখতে পেলাম পেট্টল পুলিশের দু'জন সিপাহি এবং একজন কনেষ্টবল সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে । তাকে দেখেই একজন জিজ্ঞেস করল :

আপনি মাখন চক্রুব্রর্তী ?

মাখন : আজ্ঞে হ্যাঁ ।

পুলিশ : দোকান খুলুন । আপনার দোকানে গোল্ড লীফ আছে ?

মাখন : জ্বী না ।

পুলিশ: মার্বোরো , ডানহীল বা ব্যানসান এন্ড হেজীজ ?

মাখন : না এগুলো কিছুই নাই স্যার । গাঁও গ্রামে নামী দামী এ সব বিলেতি সিগারেট কে খায় ? তাই রাখি না।

পুলিশ : (একটু চটে গিয়ে)তবে আছেটা কী ?

মাখন : সিগারেটের দাম তো অনেক বেশী গাঁও গ্রামের মানুষ তাই বিড়িই বেশী খায় । আমার কাছে গোপাল বিড়ি আছে ।

পুলিশ : তবে তাই দেন । তাড়াতাড়ি দোকান খোলেন । দোকানে ভাল মুড়ি চানাচুর আছে ?

প্রদীপের বাবা দোকান খুলে দুই সিপাহীকে দুই প্যাকেট গোপাল বিড়ি দিল । কনেষ্টবল পুলিশটা একটু দূরে দাড়িয়ে ছিল তাকেও এক প্যাকেট দিতে উদ্যত হলে একজন সিপাহী

বলল , স্যার বিড়ি খান না । তাকে ভালো দেখে এক প্যাকেট চানাচুর ও কীছু মুড়ি দেন। এতকিছু হচ্ছে কীন্তু পয়সা কড়ি দেওয়ার নাম নেই ।

দোকানের পাশে একটা নারকেল গাছ। বেশ সুন্দর নারকেল ধরেছে গাছে । এক সিপাহীর চোখ পড়ল সে দিকে ।

মাখন বাবু এ নারকেল গাছটা কার ?

আজ্ঞে ,ভগবানের কৃপায় আমার ।

আমাদের তো খুব পিয়াস পেয়েছে , ডাব পাড়তে পারেন ?

আমি বুড়া মানুষ । এই বয়সে কী গাছে চড়তে পারি ?

তবে কে পারে ?

এত রাতে কাকে পাব স্যার ?

আপনার বাড়িতে বড় ছেলে পেলে নেই ?

আছে স্যার ।ভার্সিটিতে পড়ে । সে গাছে চড়তে পারে না ।

মুখ ভ্যাংচিয়ে ভার্সিটিতে পড়ে গাছে চড়তে পারে না ? ডাকেন আপনার ছেলেকে ।

প্রদীপের বাবা কাকা বাবু এসে প্রদীপকে ডাকল :

প্রদীপ , প্রদীপ উঠত বাবা ! এদিকে আয় । থানা থেকে ক'জন বাবু এসেছে তারা ডাব খেতে চান এত রাতে তো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না কে তাদের ডাব পেড়ে দিবে । দেখতো তুই কীছু একটা ব্যবস্থা করতে পারিস কী না ?

বাবার ডাক শুনে আস্তে আস্তে সে দোকানের দিকে গেল । প্রদীপের পিছনে পিছনে আমিও ।

সে কাছে যেতেই এক সিপাহী জোরে সোরে জিজ্ঞেস করল , এই ছেলে তোর নাম কীরে ?

প্রদীপ : প্রদীপ চক্রবর্তী ।

পুলিশ : গাছে চড়তে পারিস ?

প্রদীপ : না , আমি গাছে চড়তে পারি না ।

পুলিশ : তোর সাথে ওটা কে ?

প্রদীপ : আমার বন্ধু সাকিব ।

পুলিশ : তুই পারিস ?

আমি একটু চুপ থেকে বললাম হ্যাঁ পারি ।

পুলিশ: ঠিক আছে চড় ।

এ সময়ে প্রদীপ বলল, না না, সাকিব তোমায় গাছে চড়তে হবে না । আমি কাউকে ডেকে আনছি । আমি বললাম , ঠিক আছে আমি পারব । ঘর থেকে একটা গামছা নিয়ে আসি । ঘরে ফিরে আমার ব্রিফকেসটা খুলে মেজোমামা খুলনা রেন্জের র‌্যাব অধিনায়ক উইং কমান্ডার মেজবাহ উদ্দিন আহমেদের একটা গ্রুপ ছবি নিয়ে সেখানে হাজির হলাম । যে ছবিতে মামা র‌্যাবের পোষাক পরা সাথে ছোট মামা , লিপি ও আমি । ছবিটা ছোট মামার ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ।সেদিন

রেটিনা ষ্টুডিও থেকে প্রিন্ট করেছিলাম। ছবিগুলো আমার ব্রিফকেসেই ছিল।

গামছা না নিয়ে হাতে একটা কলম ও একটা খাতা নিয়ে হাজির হলেম সেখানে। আমাকে খালি হাতে ফিরতে দেখে এক সিপাহী জিজ্ঞেস করল :

এই ছেলে গামছা এনেছিস ?

হ্যাঁ বলেই মামার ছবিটা তুলে ধরলাম ঃ দেখেছেন এটা কে ? তার পাশে দাড়ানো ছেলেটা ? এই ছেলে আমি আর আমার পাশের ব্যক্তি খুলনা রেঞ্জের র‌্যাব অধিনায়ক উইং কমান্ডার জনাব মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ। আমি তার ভাগ্নে আর সে আমার মামা। শুধু ডাব খাবেন কেন ? ডাবের পানি দিয়ে গোসলও করবেন। প্রদীপ আমার মোবাইলটা নিয়ে আয় তো এখনই মামাকে কল করে দেই। মামাই এদের গোসলের ব্যবস্থা করবে।

ওরে বাবা, সে কি কান্ড ! ক্ষীপ্ত কেউটের লেজে বেজীর পা পড়লে কেউটে যেমন ফোঁস ফোঁসানি বন্ধ করে গর্তে পালাবার রাস্তা খোঁজে ঠিক তেমনি পানি পিপাসা ভুলে পুলিশদল পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এক পুলিশ তো বলেই উঠল,

আরে ভাগ্নে, এত রাতে কে ডাব খায় ? আমরা একটু মসকরা করেছিলাম মাত্র।

আমি তখন শক্ত ভাষায় বললাম, না, না ডাব আপনাদের খেতেই হবে। আর কেউই আপনাদের ডাব পেড়ে দিবে না। নিজেরা পেড়ে খান, না পারলে ডোন্ট ডিসটার্ব এ্যানিবডি ওকে। সামনে এক পুলিশের নেম ট্যাগ দেখে বললাম আপনার নাম আব্দুল মালিক, ব্যাজ নাম্বার কত ? আরেক জনের দিকে আঙ্গুল নির্দেশনা করে জিজ্ঞেস করলাম ওনার নাম ? আব্দুল মালিক বলল, তার নাম আব্দুর রহিম।

রহিম ? মানে রাজকুমার রহিম ! আপনাদের কারো আর রূপবানের কাছে ফিরে যেতে হবে না কাল থেকে স্থান হবে শ্রীঘরে।

পাশে দাড়ানো কনেষ্টবল পুলিশটা এবার মুখ খুলল, ভাগ্নে আমাদের মাফ করে দাও। তারা না বুঝে এত বাড়াবাড়ি করেছে এমন কাজ আর কখনও হবে না বাবা ! সত্যি সত্যি এমন ভুল আর হবে না। চাকুরীটা হারালে আমাদের স্ত্রী পরিবার যে পথে বসবে।

স্ত্রী পরিবার ? সে জ্ঞান আপনাদের আছে ?

ঠিক আছে। এ এলাকায় যেন এমনটি দ্বিতীয়বার আর না ঘটে। প্রদীপকে দেখেছেন ? সে আমার বন্ধু। তাদের এলাকায় এমনটি হলে আপনাদের কারো রক্ষে থাকবে না, বুঝলেন ?

আমাদের কোলাহল শুনে সেই মধ্যরাতেই অনেক লোকজনের সমাগম হয়ে গেল। পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ভাগ্নে তুমি মানব, নাকি ভগবানের অবতার ? তোমার জন্য আমরা আজ এমন একটা অত্যাচার থেকে রক্ষে পেলাম। তিনি তোমার মঙ্গল করুন।

উৎফুল্ল জনতা আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল !!

মামা ভাগ্নে- জিন্দাবাদ।

নিপু : তোমার জিন্দাবাদে কাজ নেই। চলো আমরা ক্লাশে যাই।

-- o--

প্রথম প্রকাশ:-
www.satrong.org

১১/০৫/০৭
আটলান্টা, জর্জিয়া

rupshaenterprise@gmail.com